যুগান্তর

14 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

রাজশাহীতে তালিকা তৈরির কাজ শুরু

আনু মোস্তফা, *রাজশাহী থেকে*

রাজশাহীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রাজধানীর গুলশানে নৃশংস হামলাকারীদের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পৃথকভাবে এ তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজশাহী মহানগর মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি), জেলা পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়াও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরগুলো। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৮শ'র বেশি কলেজ ও ৩ হাজার ১০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

অনুপস্থিত শিক্ষার্থী

রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র ইফতেখায়ের আলম জানান, এরই মধ্যে তারা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘদিন নিখোঁজ শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছেন। পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশে এ কাজ শুরু হয়েছে। এ কাজে তারা সহায়তা নিচ্ছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধান, শিক্ষক, সাধারণ শিক্ষার্থী ছাড়াও অভিভাবকদের। এ ছাড়া থানাগুলোয় কোনো শিক্ষার্থীর নিখোঁজ সংবাদ থাকলে সেগুলোও যাচাই-বাছাইয়ের পর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের কত শিক্ষার্থী নিখোঁজ আছেন, বিশেষভাবে সেটাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি জানান, যেহেতু ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ড. রেজাউল করিম সিদ্দিকীর খুনের ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বিভাগেরই ছাত্রদের জড়িত থাকা ও জঙ্গি কানেকশনে গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায় পুলিশ ধারণা করছে— দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষার্থী নিরুদ্দেশ রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, কোনো শিক্ষার্থী নিখোঁজ থাকলে পরিবারকে তা নিকটস্থ থানায় জানাতে বলা হয়েছে। জনসচেতনতায় স্থানীয় ক্যাবল টিভি ও পত্র-পত্রিকায় পুলিশের এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভাড়াটিয়া ও মেসে অবস্থানকারীদের বিষয়েও আলাদা তথ্য সংগ্রহ চলছে। এ নিয়ে সবার সর্বাত্মক সহযোগিতাও চেয়েছেন ওই নগর পুলিশ কর্মকর্তা।

এ বিষয়ে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক নূরুল হোসেন চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি তারা এখনও পাননি। তবে কোনো শিক্ষার্থী পরপর তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে তারা অভিভাবকদের জানিয়ে দিচ্ছেন। শুরু থেকেই চলছে তাদের এ কার্যক্রম। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে গত ১১ জুলাই বিশেষ সভা করেছেন তারা। ওই সভায় অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খুব শিগগিরই ওই তালিকা তৈরি হয়ে যাবে।

এদিকে এ বিষয়ে রাজশাহীর আরেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার রিয়াজ মোহাম্মদ জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিজীবীরাও পড়াশোনা করেন। তাদের ক্লাস হয় ছুটির দিনগুলোতে। তাদের অনুপস্থিত থাকার সুযোগ কম। এ ছাড়া নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির বিষয়ে সতর্ক হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এ নিয়ে গত ১১ জুলাই তারাও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সভা করেছেন। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে জানাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বলা হয়েছে। এমন কেউ থাকলে তারা পুলিশকে জানাবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, দশ দিনের বেশি কোনো শিক্ষার্থী ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে সরকারকে অবহিত করতে হবে। সরকারি এমন নির্দেশের ভিত্তিতে...

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

রাজশাহীতে তালিকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাজশাহীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। গত ১০ জুলাই পাঠানো এ চিঠিতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণের কথা বলা হয়েছে। এ চিঠি দেয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও। শিক্ষানগরী রাজশাহীতে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি থাকা এবং অঞ্চলগতভাবে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যায় জঙ্গি ও জনস্বার্থবিরোধী কাজে জড়িত থাকার কারণে রাজশাহীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইনশৃংখলা বাহিনী আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এমন কোনো চিঠি বুধবার পর্যন্ত হাতে পাননি রাজশাহীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানরা। চিঠি পৌঁছেনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডেও। এ তথ্য নিশ্চিত করে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক তরুণ কুমার সরকার জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেলে গণচিঠির মাধ্যমে কলেজগুলোকে তারা ওই নির্দেশনা জানিয়ে দেবেন। বুধবার দুপুর পর্যন্ত তারা এমন কোনো নির্দেশনা পাননি। তবে তারা সরকারের এ নির্দেশনার কথা মৌখিকভাবে অবহিত হয়েছেন। এ সপ্তাহে ওই চিঠি আসতে পারে বলে জানিয়েছেন বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশীষ রঞ্জন রায়। চিঠি পাওয়ার পরই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান তিনি।